খণ্ড ৮, সংখ্যা ৯
Vol. 8, No. 9

ভাবনগর
BHĀBANAGARA

জুন ২০১৮
June 2018

মাজারে আধুনিক ধর্মীয় সংস্কার : একজন মুসলিম সাধিকার বয়ান (পর্ব ৪)

মাসাহিকো তোগাওয়া

একজন মহিলা সাধিকার সাধনকর্ম

Contenporary Formation of Mazār : Story of a Bengali Muslim Sadhika (Part 4)

Masahiko Togawa

Abstract

This essay through the statement of a Muslim Sadhika, Mariam Begum, illuminates the mysterious religious realm of Bangladesh. In the previous episodes, we came to know that, in course of going through the steps of Sadhana, Mariam had come across various super-natural happenings, such as, she had viewed the appearance of Ma Kali, a goddess of Sanatan religion. She also experienced the feel of rebirth. This essay, through some practical activities at the Mausoleum of Lalon Sain, draws our attention to a clear feeling that the existence of the Sadhikas like Mariam will soon disappear from Bangladesh. This episode of the essay documents and analyzed Mariam's conversation with the people like Police, Army and RAB, Islami Shariat follower Maulovi, Hafij-Qari and Imams. Thus, the mystery behind her Sadhana reveals. The essay based on ethnographic field research states the challenging struggle of Mariam amidst Bangladeshi socio-cultural, religio-political and bureaucratic power structure.

একজন মুসলমান সাধিকা মরিয়ম বেগমের উক্তির মাধ্যমে বাংলাদেশের রহস্যময় ধর্মীয় জগতের একটা বিশেষ দিক এই প্রবন্ধের মাধ্যমে উপস্থাপন করা হয়েছে। আমরা এই ধারাবাহিক প্রবন্ধের পূর্বের অংশে দেখেছি যে, সূফিসাধকদের সাধনপদ্ধতি অবলম্বন করতে গিয়ে মরিয়মের জীবনে বিভিন্ন অলৌকিক ঘটনা ঘটেছে, যেমন—তাঁর জীবনে সনাতনধর্মীয় দেবী মাকালীর দর্শন ছিল একটা অলৌকিক ঘটনা। আবার মরিয়ম সাধনার মাধ্যমে পুনর্জন্মের অভিজ্ঞতাও লাভ করেছেন। উল্লেখ্য, মরিয়মের নিজের মুখে বলা কাহিনী সেই অদ্ভুত আধ্যাত্মিকজগতের বিস্তার ও গভীরতাকে সুন্দরভাবে প্রকাশ করেছে।

একথা মনে রাখা দরকার, বাংলাদেশের মাজারে গেলে সবাই যে এরকম অলৌকিক অভিজ্ঞতার কথা খুলে বলতে পারেন—এমন নয়। মরিয়মের মুখ থেকে প্রাণবন্তভাবে বর্ণনা করে বলা তাঁর জীবনের বিচিত্র অভিজ্ঞতার কাহিনী শুনলে মনে হয় যেন সব কিছু চোখের সামনে ঘটছে, আর এই রকম ঘটনা খুবই বিরল।

আমি নিজেও এই রকম পটু কথককে এর আগে কোনোদিন দেখিনি, যে তাঁর অভিজ্ঞতাকে এই ভাবে গড়গড়িয়ে বলতে পারে। এরকম কল্পনা করা যেতে পারে যে, জীবিত অবস্থায় হয়তো লালন সাঁই ও তাঁর শিষ্যদের সামনে এইভাবেই তাঁর বিভিন্ন অভিজ্ঞতার কথা বলে শোনাতেন।

এই প্রবন্ধে মরিয়মের বর্ণিত কাহিনী যে বাংলার সমাজে সর্বত্র ঘটছে, তা আমার বক্তব্য নয়। আবার অনেক লোকজনের প্রমাণ একত্রিত করলেও এটা একটা ব্যতিক্রম। শুধু তার ধর্মীয় জগতের সমৃদ্ধশীল অভিজ্ঞতার বাকপটুতা আর বাংলাদেশের লম্বা ইতিহাসের মধ্যে দিয়ে যে ধর্মীয় জগতের বিস্তার দেখা যায়, এই প্রবন্ধের মাধ্যমে আমি তা বোঝাবার চেষ্টা করছি।

সুতরাং এই প্রবন্ধের শেষ অধ্যায়ে বাংলাদেশে মাজারকে ঘিরে যে আধুনিক ধর্মীয় সংস্কারের আন্দোলন চলছে, সেটা তুলে ধরার চেষ্টা করছি।

বাংলাদেশের গ্রামে-গঞ্জে গেলে মরিয়মের মতো অদ্ভুত অলৌকিক অভিজ্ঞতা হয়েছে, এরকম সাধকের সঙ্গে সাক্ষাৎ করা যায় এবং তাদের মুখ থেকে সাধনার অভিজ্ঞতার কথাও শোনা সম্ভব। কিন্তু তুলনামূলকভাবে এ যুগে এধরনের সাধকের সংখ্যা কমে এসেছে। সাধকদের সাধনার পুণ্যস্থান মাজারের পরিবেশের পরিবর্তন এর একটি বড় কারণ হতে পারে।

লালন সাঁইজির মাজারে সাধক-সাধিকা যুগল

মাজার তার পুণ্যতা ক্রমশ হারিয়ে ফেলছে। সাধকরা নিজেদের পদ্ধতিতে সাধনা করতে পারেন, মাজারের সে রকম পরিবেশ লুপ্ত হয়ে যাচ্ছে।

কিছু দিনের মধ্যে মরিয়মের মতো সাধিকার অস্তিত্বও আধুনিক বাংলাদেশের সমাজ থেকে ক্রমশ অদৃশ্য হয়ে যেতে পারে বলে আমি ধারণা করছি। আসলে সেই আভাসটা মরিয়মের এপর্বের অভিজ্ঞতার কাহিনীর মধ্যে পরিষ্কারভাবে দেখা যাচ্ছে। এই প্রবন্ধে গ্রন্থিত মরিয়মের অভিজ্ঞতার কাহিনীসমূহ বাংলাদেশের কুষ্টিয়া জেলার ছেঁউড়িয়া গ্রামে অবস্থিত লালনের মাজারের সংঘটিত হয়েছিল। মরিয়মের বর্ণনা হতে জানা যায়—

বেগমের উক্তি- ১২

এখানে [কুষ্টিয়ার ছেঁউড়িয়া গ্রামে লালনের সমাধিপ্রাঙ্গণে] আসার পরে অনেক লোকে আমাকে টেস্টিং করছে। আমি তো আবার সিগারেট খাই। তো প্রথমে এখানের একটা লোক মিলন করে নাম, মিলন আমারে বিড়ির ভেতরে ভইরা সিদ্ধি আইনা আমায় দিছে যে, 'পাগলি খা।'

আমি খাইয়া, মানে খাওয়ার পরে আমি ধ্যানে গিয়ায় যে চোখ বন্ধ করছি, ধ্যানে বসছি, দুই ঘণ্টা হ'য়া গেছে আমি আর চোখ খুলি না। পরে নাইটগার্ড আইছে, আমি একটু সাড়া দিছি। সাড়া দেওয়ার পরে আমার বিরুদ্ধে অবজেকশন গেল

কমিটির কাছে—যে, 'এই মহিলা বিড়ির ভেতরে করে সিদ্ধি টানে।' তো কমিটি আমাকে থাকতে নিষেধ করল। নিষেধ করার পর আমি বলছি—'ঠিক আছে আমি চলে যাবো।' পাঁচ মিনিট পরে এখানকার গণ্যমান্য ব্যক্তি যারা আছে তারা আইসে আমার পক্ষ হয়ে গেছে, 'যে না এখানে পাগলের জাগা, পাগল নিজে নিজে আসে নিজের ইচ্ছায় যাবে। তোমাদের কোনো অধিকার নেই এখান থেকে তাড়ানোর।' আমার আর কি! আমি চুপচাপ বসে রইছি—'সাঁইজি তুমি খেলো'।

যখন ওরা আর পারছে না তখন অবজেকশন দেছে পুলিশের কানে, দেছে র‍্যাবের কানে, দেছে আর্মির কানে।

তো একদিন আ'সলো আর্মি। আর্মিরা আ'সে আমারে জিজ্ঞাসা করে—'তুমি কি এভাবে মাজারে মাজারে ঘোর?'
আমি কচ্ছি—'হ্যাঁ'।
'আজমিরে যাও?'
'যাই।'
'তালি এখানে তো কোনো খানাদানা নাই, তুমি কীভাবে থাকো?'
'সাঁইজি আনছে সাঁইজি দেখবে। ওই চিন্তা আমার নাই।'

তো একথা বলার পরে চলে গেছে। আশ্চর্য তো খানাদানার চিন্তা নাই, এখানে এইভাবে পড়ে থাকে! উনারা আর দাঁড়ালো না।

আরেকদিন আইছে র‍্যাব। র‍্যাব আইসা বলে—'তোমার বিরুদ্ধে অবজেকশন আছে।'

'হ্যাঁ, আমার বিরুদ্ধে কি অবজেকশন আছে আমি জানি। আমি বিড়ির ভেতরে ভইরা যদি সিদ্ধি খাই, এটা অনুমানের অবজেকশন, কিন্তু যদি কথার উত্তর আমি কেন আমার চৌদ্দ পুরুষ দিতে পারবে না। যদি আমি না খাই, দেখেন আমার কাছে সিদ্ধি আছে কিনা! আর যিডা খাই দেখেন আমি ১০হাজার মানুষের সামনেও খাবো, এটা আমার গুরুর আদেশ আছে। আপনি ১০লক্ষ টাকা দেন আমি নিবো না, আমার এটা খাইতে হবে।'
এটা বলছি পরে আর দাঁড়াইছে না, চলে গেছে।
আরেকদিন পুলিশ আসছে, আইসে আমারে বলে, 'এখানে বসতে পারি?'
আমি বললাম—'বসেন।'
'তাইলে এখানে অনুষ্ঠানে আসলে বসা যাবে না?'
'হ্যাঁ, বসা যাবে।'
'তাইলে আর কিছু করা যাবে না?'

'আর কি করা যাবে? আপনি মনে চায়লে তরিকার মানুষ একসাথে বসলেন একটা আনন্দফূর্তি করলেন, তখন কিছু আইনা ভাগ কইরা সবাই খায়লেন, এইটেই তো! আর কি করা যাবে?'

পরে আমার কানের কাছে আইসে বলে কী—'মনে মনে মিললে কী কিছু করা যায় না?'

আমি কই—'হ্যাঁ।' ওইটা আমার আধ্যাত্মিক জগতে নিয়া গিট লাগাইয়া ফেলছে। আমি কই—'হ্যাঁ, করানো যায়। কিন্তু আমাদের মসজিদ আমরার গোড়ায় এমনভাবে দেয়াল তৈরি করে দেছে যে, তেল জলের সাথে অতি সহজে মিলতে চায় না।' এই কথা বলছি তো ওরাও চলে গেছে। আর আমার সাথে কেউ পারছে না।

দুই

বর্তমান বাংলাদেশের মাজারগুলির মধ্যে একটা হল, বাগেরহাটের খান জাহান আলি মাজার। এটা ঐতিহাসিক সম্পত্তিরূপে গুরুত্ব লাভ করেছে আর ক্রমশ সেটা পর্যটকদের আকৃষ্ট করার মত পর্যটনকেন্দ্র রূপে প্রচার লাভ করছে। কুষ্টিয়ার লালন সাঁইজির মাজারও বাংলাদেশের লোকসংগীতের অর্থাৎ লালন ও বাউল গানের জন্মস্থান রূপে পরিচিতি লাভ করেছে। বাউল সংগীত ২০০৫ সালের ইউনেস্কোর Oral Intangible Heritage of Humanity রূপে ঘোষিত হয়েছে। তারপর ক্রমশ লালন মাজার বিখ্যাত পর্যটন স্থান হয়ে ওঠে এবং রাজধানী ঢাকা থেকে অনেক পর্যটক সেখানে বেড়াতে যেতে শুরু করেন। বর্তমানে সাধারণ গ্রামের মাজার থেকে আকর্ষণীয় পর্যটনকেন্দ্রে পরিণত হয়েছে।

কিন্তু সরকারি পর্যটন কেন্দ্রের উন্নতি আর ইসলামিক নীতি ইত্যাদির সামাজিক পরিবর্তনের মাধ্যমে এই মাজারকে কেন্দ্র করে মরিয়মের অভিজ্ঞতার মতো রহস্যময় আধ্যাত্মিক জগতের কাহিনীও ক্রমশ তার চেহারা পরিবর্তন করছে।

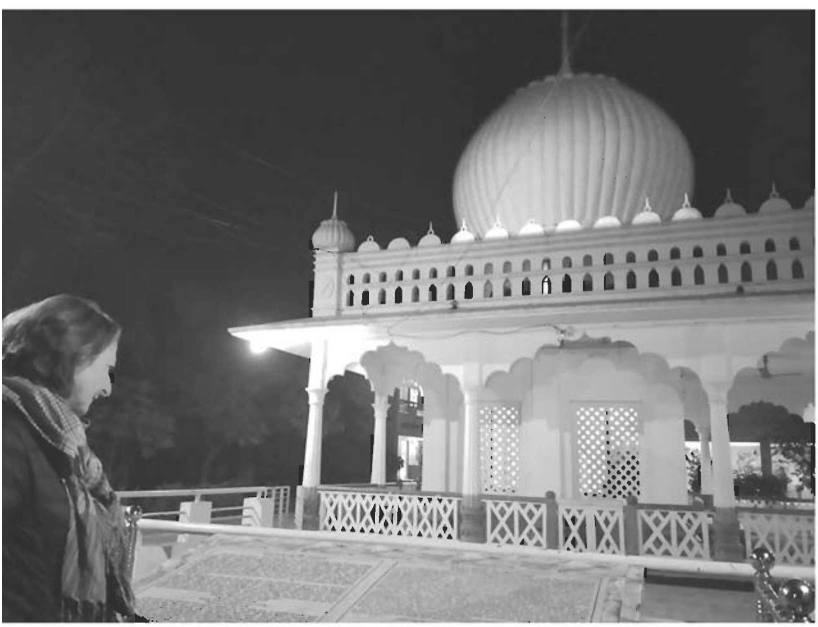

লালন সাঁইজির মাজারে প্রতিদিনই বিদেশি পর্যটকের সমাগম ঘটে

পর্যটক বা সাধারণ মানুষ যারা এই মাজারে আসেন, তাঁরা মরিয়মের সাধনার অভিজ্ঞতার কাহিনী শোনা বা জটামাথার সাধু ফকিরদেরকে দেখা থেকেও মঞ্চের উপরের সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানকে বাউলের আসল ঐতিহ্য ভেবে পছন্দ করেন। এই সাধারণ পর্যটকদের দৃষ্টিতে মাজার হল এমন স্থান, যেখানে সুন্দর মঞ্চে ঐতিহাসিক গান শোনা যায়। তার আশেপাশে ফকিরদের মধ্যে যা কিছু ঘটছে, সেগুলো ইসলাম ধর্মের বাইরের বস্তু বলে মনে করেন। আবার ফকিরদের কাজকর্মকে মৌলবিরা ইসলাম বিরোধী কাজ হিসেবে অভিযোগ করেন। মরিয়মের গল্পের মধ্যে দেখা যাচ্ছে মাজার কমিটি ও পুলিশ-র‍্যাব-আর্মির লোকেরা মরিয়মকে লালন মাজার থেকে সরাবার চেষ্টা করেছে।

এ সকল ব্যাপার থেকে পরিষ্কারভাবে বাংলাদেশের মাজার ও তার সামাজিক পরিবেশের পরিবর্তন দেখা যায়।

বর্তমানে ছোট ছোট গ্রামে-গঞ্জে স্বাক্ষরতার প্রচারের সাথে সরকারী বিদ্যালয় স্থাপিত হচ্ছে। শুধু তাই নয়, গ্রামে-গঞ্জে সুন্দর মসজিদ ও আধুনিক শিক্ষার জন্য সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় এবং ইসলামী শিক্ষার জন্য মাদ্রাসার সংখ্যাও ক্রমশ বাড়ছে। এ রকম সামাজিক পরিবর্তনের সাথে গ্রামের ছোট ছোট আখড়া বা মাজার তার রূপ বদল করছে।

বিশেষ করে মরিয়মের মতো সাধারণ সাধকের সঙ্গে বাংলাদেশের ইসলাম জগতের সম্পর্ক দেখতে গেলে মৌলবি বা হুজুরদের কথা স্মরণ করতে হয়। এই মৌলবি বা হুজুর আরবি ভাষার শিক্ষার মাধ্যমে প্রকৃত কোরআনের শিক্ষা ও ব্যাখ্যার উপর গুরুত্ব দিয়ে থাকেন।

মরিয়মের জীবনেও এরকম মৌলবিদের সঙ্গে সাক্ষাৎ হয়, এবং নিচে মৌলবিদের সঙ্গে মরিয়মের কথোপকথন—

বেগমের উক্তি- ১৩

এখানে আসার পরে কত মৌলবিরা, দুই-চারজন পাঁচজন করে দলে দলে মৌলবি আইসা আমার সাথে কনস্টেট দিছে। আমি এমনভাবে বুঝায়ে দিই মৌলবিরা একদিন এলে আরও এখানে চারদিন আসতে হয়, বলে—'আপনের কথা ভালো লাগে।' এভাবে চলছে বহুত দিন।

তারা এসে কী বলে?

বলে অনেক কিছু, 'তুমি সংসার ফালাইয়া থুইয়া আসছো। এভাবে কেন আসলা? এভাবে মহিলারা আসে নাকি?'

পরে আমি বুঝায়ে দিই ওদেরকে যে, 'আপনাদের ওটা সমাজিক, আমার এইটা হলো পাগলের কাজ—সাঁইজি একটা গানে বলছে যে, 'শুনি ঈশ্বরের রচনা, তাই বলে সে বেদ মানে না', আর পাগলের হালটা হলো বেদের অগোচর। ঈশ্বরের রচনা যে শুনছে সেই জানে, আর কাউকে এখানে জানানোর নাই। তাই পাগল ঘৃণিত। আমি ঘৃণিত আছি, ঘৃণিতই থাকি, আমারে লাড়া দিয়েন না, আপনারার

কাজ আপনারা করতে থাকেন। আপনারা আমাকে যদি সমর্থন দেন তাইলে সমাজ নষ্ট হয়ে যাবে, আর সমর্থন না দিলে আমি ঘৃণিত থাকবো। তাই আমি একলাই ঘৃণিত থাকি, সমাজের সবাই ঠিক থাকুক।'

আমার মতো আমি বুঝায়ে দিছি, আর কথা বলতে পারছে না। তবে আমার এমন কিছু জিনিস জানা আছে, বেশি বাড়াবাড়ি করলে শুধু একটা আয়াত কোরআনেরতে ভেতর থেকে বাইর করে দেখায়ে দিবো মৌলবিরা আস্তে আস্তে ঘোমটা দিয়ে চলে যেতে হবে এখান থেকে। নাই, ওদের ভাত নাই। আমি কই, 'থাক, এসব নাড়াচাড়া দেবার দরকার নাই। যার যার মতো চলেন। আমি আমার মতো চলি।'

তিন

অতীতে সমাজের আধুনিকীকরণের সাথে শিক্ষার প্রচার হতো, আর তার সাথে জন সাধারণের সমাগম স্থানে, অর্থাৎ পাবলিক জায়গায়, সর্বসাধারণের ধর্মীয় কর্মকাণ্ড সীমিত হয়ে আসে। যেহেতু সেগুলো হল ব্যক্তিগত ব্যাপার।

আধুনিক বিজ্ঞানের উন্নতির সাথে সাথে মানবজাতি জাদুবিদ্যা থেকে মুক্তি পাচ্ছে আর ধর্ম ক্রমশ পাবলিক জায়গা থেকে সরে আসছে। তার সঙ্গে ধর্মের নিরপেক্ষতা প্রচার পাবে।

যেমন বিদ্যালয়ে বিজ্ঞান প্রচারের মাধ্যমে ক্রমশ ধর্ম শিক্ষাগুলি সরে আসছে। ধর্ম ক্রমশ বর্তমান সমাজের ব্যক্তিগত আস্তানায় বিভক্ত হয়ে যায়, এটাকে বিখ্যাত জার্মানি সমাজ বিজ্ঞানী ম্যাক্স ওয়েবার (Max Waber)-এর Secularization সংজ্ঞা দিয়েছেন।

কাজেই মাদ্রাসার মতো ঐতিহ্যময় রক্ষণশীল শিক্ষাকেন্দ্র ক্রমশ ফুরিয়ে যাবে বলে ভাবা হয়েছিল। কিন্তু দেখা যাচ্ছে যে, আজকের বাংলাদেশ বা পাকিস্তানে, সাধারণ ধর্মীয় শিক্ষাকেন্দ্র বা মাদ্রাসার সংখ্যা প্রতিবছর বাড়ছে। এদিকে আমেরিকা সরকার সন্দেহ করছে, যে বিশ্বে মৌলবাদী আন্দোলন এই মাদ্রাসাকে কেন্দ্র করে শুরু হচ্ছে। তাই তারা বাংলাদেশকে সন্দেহের চোখে দেখছে।

এখানে লক্ষণীয় ব্যাপার হল যে, বাংলাদেশ সরকার এযুগের উপযোগী আধুনিক স্কুল শিক্ষার প্রচারের সাথে তাল রেখে পাশাপাশি মাদ্রাসা শিক্ষাও যুক্ত করছে।

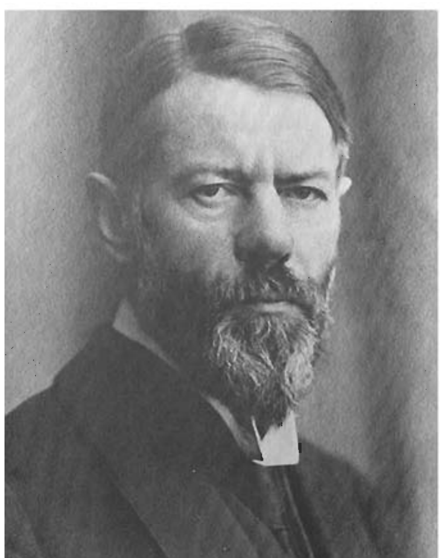

ম্যাক্স ওয়েবার

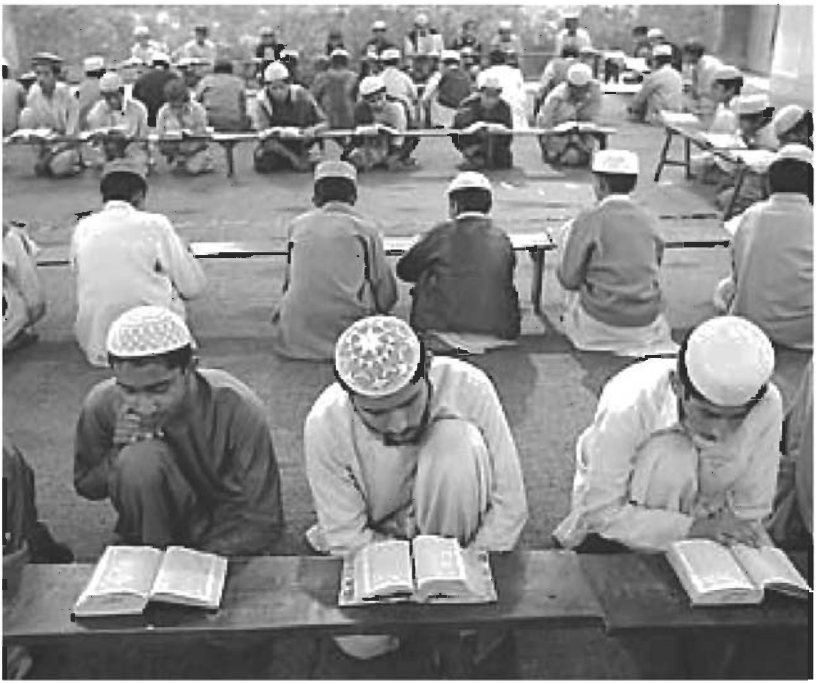

মাদ্রাসার শিক্ষার্থীদের পাঠগ্রহণ

মাদ্রাসার পাঠ্যসূচীর মধ্যে ঐতিহাসিক ধর্ম শিক্ষার সঙ্গে বিজ্ঞান বা গণিতের মতো নতুন পাঠ্যবিষয়ও যুক্ত করে ঐতিহ্যময় ধর্মীয় শিক্ষা ও আধুনিক শিক্ষার মধ্যে ঐক্য এনে নতুন করে মাদ্রাসাশিক্ষা বর্ধিত হচ্ছে। বাংলাদেশের গণতান্ত্রিক সরকারের গড়ে তোলা এই নীতিকে সাধারণ মানুষ সমর্থন করছে।

এই ভাবে দেখতে গেলে উন্নত দেশগুলিতে আধুনিকীকরণের মাধ্যমে ধর্মনিরপেক্ষতা প্রচারিত হবে বলে পাশ্চাত্য লোকেরা মনে করেন, কিন্তু বাংলাদেশে আধুনিকীকরণ ও ধর্মশিক্ষা একই সাথে এগোচ্ছে।

পাশ্চাত্যের উন্নত দেশগুলি থেকে আলাদা করে বাংলাদেশের মতো ইসলামী সমাজে মানুষের শিক্ষামানের উন্নতি ও ইসলাম শিক্ষার প্রচার যে পরস্পরবিরোধী, এমন নয়। এই দুইয়ের মধ্যে সাধকের স্বপ্নে পাওয়া বাণী বা আধ্যাত্মিক জগতের কাহিনী বাংলা সমাজের আধুনিকীকরণ ও ইসলামী শিক্ষার প্রচারের মধ্যে চাপা পড়ে ক্রমশ তার অস্তিত্ব হারানোর মতো অবস্থায় এসে দাঁড়িয়েছে।

সেই অর্থে মরিয়ম বেগম বাংলাদেশে ঐতিহ্যবাহী ধর্মীয় অভিজ্ঞতার কথক রূপে হয়ত শেষ মানুষ ছিলেন। তাই তাঁর অভিজ্ঞতা এ যুগে খুবই মূল্যবান।

বেগমের উক্তি-১৪

আগে দুইদিন হাফেজ-কারী পাশ মসজিদের ইমাম সাব দুইদিন আসলো, দুইদিন দুইজন আসলো। আইসা বলে, আমরা তো হাফেজ, কোরআনে হাফেজ, পাঁচ বছর কারী পইড়া পাশ করছি। কিন্তু এখন তো আমরা কোনো মূল পাইতাছি না।

তখন আমি কোরআনের একটা সুরার অর্থ কইয়ে দিলাম—'আরাই তাল্লাজি'। বুঝাইয়া দিলাম, যে—

'আরাইতাল্লাজি ইউকাজ্জিবুদ্দিন', মানে 'তোমরা কী সেই বেদীনকে দেখিয়াছো, যে বেদীন, ইউকাজ্জিবুদ্দিন। কারে সম্বোধন করে বলা হয়েছে, 'আরাইতাল্লাজি ইউকাজ্জিবুদ্দিন, ফাজালিকাল্লাজি ইয়াদুয়ুল ইয়াতীম' মানে যারা এতিমকে ধাক্কা দিয়ে তাড়িয়ে দেয়, ওয়ালা ইয়াহুদ্দু আলা তোয়ালিম মিসকিন, যারা মিসকিনদেরকে খাদ্য দানে উৎসাহ দেয় না, ফাওয়াইলুল্লিল মুছাল্লিন। আল্লাজিনা হুম আনছালাতিহীন সাহুন। এবং তারা তাদের সালাত সম্বন্ধে উদাসীন। অথচ, নামাজের জন্য পাগল। আল্লাজিনা হুম ইউরা-উনা ওয়া ইয়ামনায়ুনাল মাউন। দীর্ঘস্থায়ী ছোটখাটো দান থেকে বিরত থাকে।

লালন সাঁইজির মাজারে সাধুগুরুদের আলাপ-আলোচনার দৃশ্য

তাইলে এখানে সুরাই যা বলা হয়ছে তা যদি আপনারা না করেন আপনারা বইসা বইসা সুরাটা পড়েন, তাইলে কী আল্লাহ খুশি হবে? না বেজার হবে? রাগ হবে?

কয়—'হ্যাঁ, আসলে তো কথা সত্য, আমরা নামাজের সুরার অর্থ জানি না। রাগ হবারই তো কথা।'

আপনি আমার কাছে একটা জিনিস চায়লেন যে, 'পাগলি আমারে ১০টা টাকা দে।' চায়লেন আরবি ভাষা দিয়া। তা তো আমি বুঝছি না।

এখন আমি জদি বসে বসে জপি সারাদিন ধইরা যে, 'পাগলি ১০টা টাকা দে, পাগলি ১০টা টাকা দে।' তাইলে কি আপনি খুশি হবেন, না রাগ হবেন?'

কয়—'রাগ করবো।'

তাইলে এই নামাজের সুরা পড়াটাই রাগ করে আল্লাহ। সুরাই কি কইছে ওইটা জাইনা শুইনা পইড়া এই সুরাটা লইয়া আপনি কাজটা করেন। তবেই আল্লাহ খুশি হবে।

আমি এইভাবে বুঝাইয়া দিছি পরে দুই-তিন দিন আমার কাছে আসে।

কোরআনের সুরা আর রাহমানের আগে দিয়া, একটা সুরা আছে—সুরা কামার। কামারের শেষদিকে একটা আয়াত আছে যে, 'মৌখিক ভাষা এবং দলিল প্রমাণের সাহায্যে আল্লাহ তায়ালা অপরকে বোঝাবার জন্য একটা কৌশল সৃষ্টি করে দিয়েছেন।'

এই আয়াতটা যদি দেখায় তাইলে মৌলবিরা একটাও দাঁড়াতে পারবে না। আরেক কথা আমি দেখাইবো না—আল্লাহর রহস্য খোলাটা ঠিক না। দেখাইতে গেলে সমাজ নষ্ট হয়ে যাবে। ওরা মাতব্বরি কইরা একটু চলে, চলুক। ওদেরও ডিউটি আছে, ওরা না থাকলে সন্ত্রাসী মন্ত্রসী আরও অনেক কিছু হয়ে যাবে দুনিয়াটায়, অনাচার হয়ে যাবে। সে যার যার ডিউটি করতে থাকুক। নাড়া দিলে পরে আমার তসলিমা নাসরীনের মতো দেশ ছাড়তে হবে।

চার

বাংলার সাধকগণ আধ্যাত্মিক জগতের অন্বেষণ না করে থাকতে পারেন না। কারণ তাঁরা উন্নতও সমৃদ্ধশীল দেশ থেকে ভিন্ন পরিবেশ ও কঠোর দৈনন্দিন বাস্তবতার মধ্যে বসবাস করেন। কিন্তু মানুষের আধ্যাত্মিক সন্ধান বা কষ্ট থেকে মুক্তি/রেহাই পাওয়ার যে বাসনা, সেটা জাপান বা অন্যান্য দেশের থেকে বিশেষ পার্থক্য দেখা যায় না।

কিন্তু বাংলার সাধকগণের আধ্যাত্মিক জগতের [রুহানিয়ত] প্রতি আকুল কামনার যে কাহিনী, তার পিছনে নিজেদের বাস্তব জীবনের অভাব বা কষ্ট আছে। সেই কষ্ট যত বেশী, আধ্যাত্মিক জগতের প্রতি টানও তত গভীর।

এই প্রবন্ধে যে কাহিনীগুলির পরিচয় দেওয়া হল, সেগুলি ক্যাসেটে তোলা মরিয়মের উক্তি হুবহু উদ্ধৃত করা হয়েছে।

জাপানের বঙ্গবিদ্যা বিশারদ অধ্যাপক মাসাহিকো তোগাওয়া

বাংলাদেশের এক মহিলা সাধিকার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা ও কথ্য কাহিনীকে এখানে তুলে ধরা হয়েছে। এই ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা আর সাধারণ মানুষের পক্ষে উপযুক্ত/প্রযোজ্য কিনা বলা কঠিন।

আমার বক্তব্য এই যে, একটি ব্যক্তিগত গল্প থেকেও বাংলার প্রাচীন ইতিহাসের মধ্যে লুকিয়ে থাকা ধর্মীয় ঐতিহ্যের স্মৃতি উদিত হয়/তুলে ধরা যায়।

মরিয়মের এই কাহিনীগুলো আমি মরিয়মের মুখ থেকে লালন সাঁইজির মাজারে তিনদিন ধরে পরমানন্দে শুনেছিলাম। তারপরও আমি বেশ কয়েকবার লালনের মাজারে গিয়েছি, কিন্তু মরিয়মের সঙ্গে আর দেখা হয় নি। মাজারের সাধক বন্ধুরাও কেউই মরিয়মের খবর দিতে পারে নি। তাই সেই তিন দিনের ঘটনা যেন আমার জীবনে অদ্ভুত দৈববাণীর মতো ছিল।

আমার কাছে মরিয়মের বলা কাহিনীগুলি রেকর্ড করা না থাকলে, সেই তিনদিনের ঘটনা হয়ত শুধুমাত্র মাজারে দেখা স্বপ্ন বলে মনে হতো।

তারপর মরিয়ম যে কোথায় হারিয়ে গেলেন তার কোনও সন্ধান পাওয়া যায় নি।